হিন্দুধর্মে অবতারবাদ

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে মহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রতা নামক দুটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্য। মানুষের অন্তর্নিহিত এই দুটি বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাই তাকে অবতারবাদে বিশ্বাসী করে তুলেছে। মানুষ কখনো কখনো ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিস্ময়কর আবিষ্কার এনে দিয়েছে। এইরূপ ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষের সংখ্যা যে অনেক তা কিন্তু নয়, তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। মানুষের এইরূপ ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসের মূল নিহিত আছে অবতারবাদের মধ্যে।

হিন্দুধর্ম যে অবতারবাদে বিশ্বাসী সেই 'অবতার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হল। অব-তৃ+ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে অবতার শব্দটি গঠিত, যার আক্ষরিক অর্থ হল অবতরণ করা অর্থাৎ নেমে আসা। ভগবান বা পরমেশ্বর কখনো কখনো মানবরূপ ধারণ করে ধরাধামে অবতরণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল-কেন? এর উত্তর আমরা পেয়ে যাব হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''যখনই যেখানে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও জগত পাপ ও অনাচারে পরিপূর্ণ হয়, তখনই সেখানে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য ও ভগবানের মহিমার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বারংবার আবির্ভূত হই।''অবতার শব্দটি দ্বারা আক্ষরিক অর্থে অবতরণ বোঝালেও, প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতরণের দ্বারা মানুষের মহৎ সত্যে উত্তরণ হয়।

যদিও ভগবান মানবদেহ ধারণ করেন তবুও তা স্থূল মানবদেহ নয়, তা শুদ্ধ মায়ার দ্বারা গঠিত। মানবদেহ ধারণ করার পরও তাঁর এরূপ দিব্যজ্ঞান থাকে যে তিনি এবং জগতকারণ ব্রহ্ম একই। মানুষের মত এই অবতার কর্মফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না। কেননা তাঁর অবতাররূপী সকল রকম কর্মই হল, তাঁর লীলামাত্র এবং এই লীলা শুধুমাত্র অবতারকাল পর্যন্তই স্থায়ী।

ভগবানের এই অবতরণ তিনভাবে হয়। গুণাবতার রূপে, লীলাবতার রূপে এবং আবেশাবতার রূপে। ভগবানের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর রূপে অবতীর্ণ হওয়াকে গুণাবতার বলে। প্রত্যেক দেবতার মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের প্রাধান্য থাকার জন্য তাঁদেরকে গুণাবতার বলা হয়। যেমন ব্রহ্মার মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য থাকায় তিনি হলেন ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুর মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য থাকায় তিনি হলেন ব্রহ্মান্ডের রক্ষাকর্তা এবং মহেশ্বরের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য থাকায় তিনি হলেন ব্রহ্মান্ডের প্রলয়কর্তা। ভগবান যখন জগতে বিভিন্ন জীব যথা-মৎস্য, কুর্ম, বরাহ ইত্যাদির দেহ ধারণ করে তাঁর লীলা প্রকাশ করেন তখন তাঁদেরকে লীলাবতার বলে। আবার পরমেশ্বরের জ্ঞান-শক্তির দ্বারা আবিষ্ট মহাপুরুষগণ যথা-শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখেরা হলেন আবেশাবতার।

লীলাবতার বিষ্ণুর আবার দশ অবতার--মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি। এরূপ কথিত আছে যে পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রলয় পয়োধিতে নিমজ্জিত ছিল, শ্রীবিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করে তা উদ্ধার করেন। তারপর যখন দ্বিতীয়বার পৃথিবী প্রলয়ের দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল তখন শ্রীবিষ্ণু কুর্মরূপ ধারণ করে সমগ্র পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তৃতীয়বারের জন্য পৃথিবী জলপ্লাবিত হলে শ্রীবিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেন। শ্রীবিষ্ণু নরসিংহরূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। বলি রাজার অহঙ্কারে যখন পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন শ্রীবিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করে বলির দর্প চূর্ণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতাপে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠলে পরশুরামের রূপ ধারণ করে শ্রীবিষ্ণু একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। রাক্ষসরাজের অত্যাচারে যখন পৃথিবী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন শ্রীবিষ্ণু রামচন্দ্রের রূপে রাক্ষসকে বধ করেন। যমুনার জল বিষাক্ত হয়ে উঠলে শ্রীবিষ্ণু

Scanned with CamScanner

বলরাম রূপে হলকর্ষণ করে তাকে অমৃতে পরিণত করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের নামে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে পশুনিধন চলতে লাগল তখন শ্রীবিষ্ণু শ্রীবুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়ে তা রদ করেন। এই ন'জন অবতারের আবির্ভাব হয়ে গেছে। এখন বাকি শুধু কল্কি অবতার, তিনি আবির্ভূত হবেন যখন পৃথিবীতে ঘোর অধর্ম ও অসত্য বিরাজ করবে তখন। শ্রীবিষ্ণু কল্কি অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীতে ধর্ম এবং সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

হিন্দুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই দশ অবতারের অন্তর্ভূক্ত না বললেও তাঁকে স্বয়ং ভগবান রূপে শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করেন। দশ অবতারের আকৃতিগুলি সবই কৃষ্ণ অবতারের অংশ।

বিষ্ণুর অবতার প্রসঙ্গ ছাড়াও শিবের এবং দেবীর অবতার প্রসঙ্গও হিন্দুধর্মে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে । শিব সংহারের দেবতা হয়েও কখনো কখনো করুণাবশতঃ ভক্তের নিকট অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। যেমন তিনি কিরাত বেশে অর্জুনকে দেখা দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে দেবীর অবতাররূপে আগমনের প্রসঙ্গও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া যায়। যখন দেবশক্তি ও অসুরশক্তির মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তখন দেবী ভগবতী মহালক্ষ্মী ও মা সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুরবধ করেন।

অবতারবাদ সম্বন্ধে হিন্দুরা খুবই উদার প্রকৃতির। কেননা তাঁদের মতে অবতারেরা শুধু যে নিজ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যদেব। আবার হিন্দুরা বুদ্ধকে যেমনভাবে অবতার রূপে গ্রহণ করে যীশুকেও একইরকমভাবে অবতার রূপে গ্রহণ করে।

উপসংহারে একথা বলা সমীচীন হবে যে স্থানগতভাবে মানুষে মানুষে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে বোধ হয় সব মানুষই এক। কেননা হিন্দু বা খ্রীষ্টান যাই হোক না কেন প্রত্যেকেই অবতারের মধ্য দিয়ে একই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটায়। আধ্যাত্মিক শক্তিতে মানুষ অতি ক্ষুদ্র হলেও সব ধর্মে, সব দেশে আধ্যাত্মিকতায় অতি শক্তিশালী এমন কিছু মানুষের উদ্ভব হয়েছে যাকে ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

Scanned with CamScanner